ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

জুলাই ২০১৭

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

জুলাই ২০১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচি

বাস্তবায়িত

প্রকল্প-১	সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২	০৪
প্রকল্প-২	ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	০৮
প্রকল্প-৩	৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	১২
প্রকল্প-৪	৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	১৬
প্রকল্প-৫	জেলা মহাসড়ক উন্নয়নে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প	২০
প্রকল্প-৬	কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ	২৪

প্রক্রিয়াধীন

প্রকল্প-৭	ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন	২৮
প্রকল্প-৮	পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	৩২

বাস্তবায়নাধীন

প্রকল্প-৯	পায়রা সেতু	৩৬
প্রকল্প-১০	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি)	৪০
প্রকল্প-১১	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬	৪৪
প্রকল্প-১২	জয়দেবপুর-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন	৪৮
প্রকল্প-১৩	২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু	৫২
প্রকল্প-১৪	ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৫৬
প্রকল্প-১৫	ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৬০
প্রকল্প-১৬	ঢাকা-পদ্মা সেতু-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে	৬৪
প্রকল্প-১৭	এলেঙ্গা-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন	৬৮
প্রকল্প-১৮	আঞ্চলিক মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন	৭২
প্রকল্প-১৯	আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন	৭৬

ভূমিকা

রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীনে ২১,৩০২.০৮ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৮১২.৭৮ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,২৪৬.৯৭ কিলোমিটার ও জেলা মহাসড়ক ১৩,২৪২.৩৩ কিলোমিটার। এ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন করা হচ্ছে। Highway Development and Management সার্ভে রিপোর্ট, ২০১৬ অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৭৯.৬১%, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৬৯.২১% ও জেলা মহাসড়ক ৫২.৯২% Good to Fair Condition এ রয়েছে। এতে জনগণের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন ও সহজতর হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে সকল শ্রেণীর মহাসড়ক Good to Fair Condition এ উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরিণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়াসে বর্তমান সরকার ২০০৯ পরবর্তী সময়ে ৩৬৯ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করেছে। বর্তমানে ৩৭৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ককে উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অনুরূপভাবে ২৪৬ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। পর্যায়ক্রমে একই ধরণের মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১,৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। Last Mile ও Missing Link Connectivity স্থাপনের লক্ষ্যে আরো ৫৯০ কিলোমিটার মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিভাগ

২০০৯ পরবর্তী সময়ে ৬৫১টি সেতু ও ২,৮১৫টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করেছে।

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন এবং যাত্রী পরিবহন দ্রুত, সহজ ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এবং প্রথম Bus Rapid Transit বাস্তবায়নের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় সড়ক পরিবহন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ পরবর্তী সময়ে বিআরটিসি'র বাস বহরে ৯৫৮টি বাস সংযোজন করেছে। আরো ৬০০টি বাস ও ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২০০৯ পরবর্তী সময়ে ২৫৫টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ২৮৯টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ বিভাগের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলোর বিবরণ এ পুস্তিকায় প্রদান করা হল।

প্রকল্প

১

সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-II (RNIMP-II)

পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক

বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

তৎকালীন ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং রংপুর সড়ক জোনের ২৮টি মহাসড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন মহাসড়কে রূপান্তরের লক্ষ্যে Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II) গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের Road Improvement Component এর আওতায় ১৩৯.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন এবং ৬টি সেতু ও ৩৯টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও Periodic Road Maintenance Component এর আওতায় ৪৪৯ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন, Performance Based Routine Road Maintenance Component এর আওতায় ১০৫ কিলোমিটার মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং Road Safety Component এর আওতায় ১৯৫ কিলোমিটার মহাসড়কে পূর্ত কাজ করে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপরন্তু এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী

Road Master Plan প্রস্তুত ও ৮০০ কিলোমিটার মহাসড়কের Road Safety Audit সম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি ২০০৪ সালে গ্রহণ করা হলেও মূল পূর্ত কাজ ২০০৯ - ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য যে, এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রংপুর জোনের আওতাধীন মঙ্গাপীড়িত জেলাসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চাঙ্গা করে সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রংপুর জোনের আওতাধীন জেলাসমূহে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্প পণ্য সারাদেশে বাজারজাত করা ও বিদেশে রপ্তানী করা সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ এ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II)

প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : মোট - ৯৮০.৩৪ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ৫৪৫.৩৯ কোটি
জিওবি - ৪৩৪.৯৫ কোটি

প্রকৃত ব্যয় : মোট ৯৩১.১৫ কোটি টাকা

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৪ - জুন ২০১৩

Component ভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত জেলার নাম

Component	জেলার নাম
Road Improvement	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও চট্টগ্রাম
Periodic Road Maintenance	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও চট্টগ্রাম
Performance Based Routine Road Maintenance	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা
Road Safety	কিশোরগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও চাঁদপুর

প্রকল্প ২

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

হালদা সেতু

এন্ডারসন সেতু

দেশের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপন করে নতুন ও প্রশস্ত সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান ও বৈদেশিক সহায়তায় ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩টি জেলায় যথা- ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ১২টি জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত ১১৭টি সেতু/কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। সেতুসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩০ মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যের ৫৮টি সেতু ও ৪টি কালভার্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ৪৪টি সেতু ও ১১টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ এ সকল সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের ফলে দেশের পূর্বাঞ্চলের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। পাশাপাশি মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ সময় ও ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পায়নের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যে সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সেতু ও কালভার্টসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর নাম ও সংখ্যা নিম্নরূপ:

- কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক - ১৪টি
- চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক - ০৮টি
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ময়নামতি জাতীয় মহাসড়ক - ০৪টি
- টাঙ্গাইল-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক - ০৭টি
- হাটহাজারী-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক - ২০টি
- পটিয়া-চকোরিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক - ১০টি
- সিলেট-জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক - ১৫টি
- সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক - ১৩টি
- কুমিল্লা-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক - ০৫টি
- মাইজদী-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক - ০৪টি
- জিনজিরা-শ্রীনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক - ১৩টি
- কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়ক - ০৪টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-সুনামগঞ্জ ও সিলেট-জকিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত সেতুসমূহ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি)
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ১,১৮৭.৫০ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ৬১৪.৫২ কোটি জিওবি - ৫৭২.৯৮ কোটি
প্রকৃত ব্যয়	:	মোট - ১,০৮৮.৮৬ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ৬১৩.৬৪ কোটি জিওবি - ৪৭৫.২২ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৬
ভূমি অধিগ্রহণ	:	১৮.২৬ একর
সেতু	:	সংখ্যা - ১০২ দৈর্ঘ্য - ৪,৪৩৮.৪২ মিটার
কালভার্ট	:	সংখ্যা - ১৫ দৈর্ঘ্য - ২৮৫.১৯ মিটার
এ্যাপ্রোচের দৈর্ঘ্য	:	৩২.৬০ কিলোমিটার
ক্লোজারের দৈর্ঘ্য	:	২৭২ মিটার

প্রকল্প

৩

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা - চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

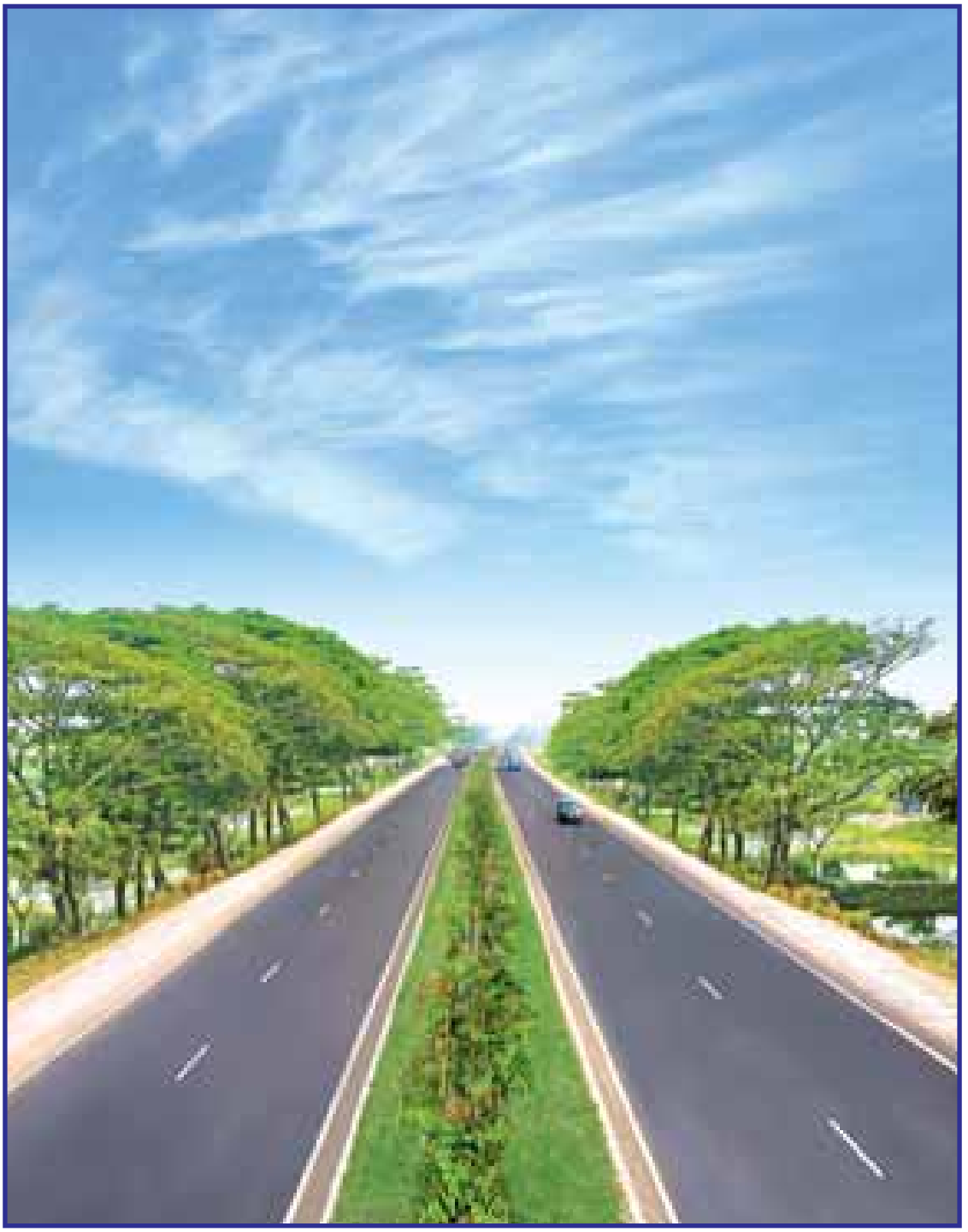

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ পণ্য আমদানি ও রপ্তানী হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে এ মহাসড়কে মোটরযান চলাচলের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দাউদকান্দি টোল প্লাজা থেকে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিরাপদ ও সময় সাশ্রয়ী হয়েছে।

মহাসড়কটি নির্মাণ করতে গিয়ে ৬টি কবরস্থান, ১৩টি মসজিদ, ২টি মন্দির এবং ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারি স্থাপনা স্থানান্তর করতে হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ৬-লেন বিশিষ্ট ৬৬০ মিটার দীর্ঘ মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা - চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম)
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩,৮১৬.৯৪ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ৩,৪৩৮.৯৯ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ৪০০.০০ কোটি জিওবি - ৩,০৩৮.৯৯ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০০৬ - জুন ২০১৭
প্রকল্পের অবস্থান	:	দাউদকান্দি টোল প্লাজা হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট
দৈর্ঘ্য	:	১৯০.৪৮ কিলোমিটার
ভূমি অধিগ্রহণ	:	৩৭.৭৭৩৯ একর
মাটির কাজ	:	১,৩৪,৬৫,১০১ ঘনমিটার
ইউটিলিটি স্থানান্তর ব্যয়	:	৮৯.৪৭ কোটি
সেতু	:	সংখ্যা - ২৩ দৈর্ঘ্য - ১,০৪৯ মিটার

কালভার্ট	:	সংখ্যা	-	২৪২
		দৈর্ঘ্য	-	১,১০০.৭১ মিটার
রেল ওভারপাস	:	সংখ্যা	-	৩
		দৈর্ঘ্য	-	৪৮৪.৫৮ মিটার
		অবস্থান	-	চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লা
নতুন এলাইনমেন্ট	:	সংখ্যা	-	১৪
		দৈর্ঘ্য	-	৩২.১৫ কিলোমিটার
ফুটওভার ব্রিজ	:	সংখ্যা	-	৩৪
আন্ডারপাস	:	সংখ্যা	-	২
		দৈর্ঘ্য	-	৩৬০.৭০ মিটার
		অবস্থান	-	কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ও সীতাকুন্ড
বাস-বে	:	সংখ্যা	-	৬১
রিজিড পেভমেন্ট	:	দৈর্ঘ্য	-	১৫.৬৬ কিলোমিটার
		অবস্থান	-	২২টি বাজার এলাকা
বৃক্ষরোপন	:	মিডিয়ানে	-	৫৮,০৬৪টি
		মহাসড়ক ঢালে	-	৪৪,২০০টি

প্রকল্প

৪

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা - ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক

বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ গাজীপুর এবং মৎস্য ও কৃষিজ সম্পদ ভান্ডারখ্যাত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনসাধারণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কটির ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ মানুষের চলাচল ও পণ্য পরিবহন সুবিধা বিবেচনা করে জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত মহাসড়ক ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এ মহাসড়কে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্লাইওভার, রেলওয়ে ওভারপাস, সেতু ও কালভার্ট, ফুটওভারব্রিজ এবং বাজার এলাকা ও গ্রোথ সেন্টার-এ কনক্রিট পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য ও মহাসড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মহাসড়কের মিডিয়ানে বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে।

মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার ফলে এ মহাসড়ক ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় মানুষ দ্রুত, স্বচ্ছন্দে ও আরামদায়ক পরিবেশে ঢাকা হতে ময়মনসিংহ যাতায়াত করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন

বাস্তবায়নকারী : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
এসডব্লিউও-পশ্চিম
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,৮১৫.১২ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় : ১,৮১১.৫২ কোটি টাকা

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৭

দৈর্ঘ্য : ৮৭.১৮ কিলোমিটার

প্রকল্পের অবস্থান : জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড়

প্যাকেজ : ৪টি

- এসডব্লিউও-পশ্চিম:
  প্যাকেজ- ১, ২ ও ৩ (আংশিক)
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর:
  প্যাকেজ- ৩ (আংশিক) ও ৪

ভূমি অধিগ্রহণ	:	২১.৪০ একর
সেতু	:	সংখ্যা - ০৫ দৈর্ঘ্য - ৪২৯ মিটার অবস্থান - ভালুকা, বানার, খীরু, সুতিয়া ও পাগাড়িয়া
ফ্লাইওভার	:	সংখ্যা - ০১ দৈর্ঘ্য - ৯০০ মিটার (র‍্যাম্পসহ) অবস্থান - মাওনা
রেল ওভারপাস	:	সংখ্যা - ০১ দৈর্ঘ্য - ২০ মিটার অবস্থান - সালনা
ফুটওভার ব্রিজ	:	সংখ্যা - ০৪ অবস্থান - জয়দেবপুর, ভালুকা, ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
কালভার্ট	:	সংখ্যা - ১৫৫ দৈর্ঘ্য - ৪৩১.৮০ মিটার
রিজিড পেভমেন্ট	:	৩৪২৫ মিটার
বাস-বে	:	১০টি
বৃক্ষরোপন	:	৩৯,৫০০টি (মিডিয়ানে)

প্রকল্প

৫

সড়ক জোনভিত্তিক জেলা মহাসড়ক উন্নয়নে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প

পাঁচদোনা - চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ৬৫৪টি মহাসড়ক সমন্বয়ে গঠিত। জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩,২৪২.৩৩ কিলোমিটার, যা সমগ্র মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ৬২.১৬ শতাংশ। জেলা মহাসড়কসমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে স্বল্পতম দূরত্বে উপজেলা সদরকে অথবা উপজেলা সদরকে জেলা সদরের সাথে অথবা এক উপজেলাকে অন্য উপজেলার সাথে সংযুক্ত করেছে। বিদ্যমান জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি করে মোট ১০টি পৃথক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প মার্চ ২০১৫ মাসে গ্রহণ করে। এ গুচ্ছ প্রকল্পগুলোর আওতায় মোট ১৭৩টি জেলা মহাসড়কের ১,৭০২.৭২ কিলোমিটার সংস্কার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

এ মহাসড়কসমূহ উন্নয়নের ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে স্বল্পতম দূরত্বে জেলা সদর ও উপজেলা সদরে যাতায়াত উন্নত ও সহজ হয়েছে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

প্রকল্প সংখ্যা : ১০টি

বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০১৫ - জুন ২০১৭

মোট প্রকৃত ব্যয় : ১০৬২.৬৮ কোটি টাকা

জোনভিত্তিক যে সকল জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে

জোনের নাম	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)
খুলনা	২৬	২৪৪.৬৫
কুমিল্লা	২৬	২১৩.৭৯
বরিশাল	২২	১৪৭.৯৫
ঢাকা	২০	১৩৬.০৯
রংপুর	১৮	২২২.৪৮
ময়মনসিংহ	১৭	১৬০.৫০
চট্টগ্রাম	১৪	১৪১.৯৯
রাজশাহী	১৪	২২২.৭৪
সিলেট	১১	৯৬.০১
গোপালগঞ্জ	০৫	১০৬.৯২
মোট =	১৭৩	১৬৯৩.১২

সড়ক বিভাগ ভিত্তিক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন বিবরণ

জোনের নাম	সড়ক বিভাগের নাম
খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল
কুমিল্লা	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর
বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, ভোলা ও পিরোজপুর
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ
রংপুর	বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, দোহাজারী, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ
গোপালগঞ্জ	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী

উল্লেখ্য, গুচ্ছ প্রকল্পগুলোর আওতায় ৬টি সেতু (১৬২.৪০ মিটার) এবং ১৮৮টি কালভার্ট (৮৫৫.১২ মিটার) পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্প

৬

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ

কক্সবাজার জেলা সদর হতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে টেকনাফ উপজেলার সাবরাং এর সাথে সরাসরি মহাসড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ-সাবরাং মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে প্রকল্পটিকে ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হয়। মেরিন ড্রাইভটি নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১৭টি সেতু ও ১০৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ থেকে মেরিন ড্রাইভ রক্ষাকল্পে টেট্রাপড স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম ২ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ জলোচ্ছ্বাসে বিলীন হওয়ায় সাগর পাড় রক্ষাসহ এ অংশ পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেরিন ড্রাইভটি পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মেরিন ড্রাইভটি সাবরাং অর্থনৈতিক পর্যটন অঞ্চলকে সংযুক্ত করায় বিদেশী পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ মে ২০১৭ তারিখ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ
বাস্তবায়নকারী	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর স্পেশাল ওয়ার্কস অরগানাইজেশন (চট্টগ্রাম) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
প্রাক্কলিত মোট ব্যয়	:	১,০৪০.৮৬ কোটি টাকা

১ম পর্যায় (কলাতলী হতে ইনানী)

বাস্তবায়নকাল	:	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ - জুন ২০০৮
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৩.৭৮ কোটি টাকা
দৈর্ঘ্য	:	২৪.০০ কিলোমিটার
ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা	:	৩.৬৬ মিটার
সেতু	:	৫টি
কালভার্ট	:	৩৮টি

২য় পর্যায় (ইনানী হতে শিলখালী)

বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৬
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯১.২৭ কোটি টাকা
দৈর্ঘ্য	:	২৪.০০ কিলোমিটার
ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা	:	৫.৫০ মিটার
সেতু	:	৯টি
কালভার্ট	:	২৮টি

৩য় পর্যায় (শিলখালী হতে টেকনাফ)

বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮
প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন ২০১৭
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৫৫.৮১ কোটি টাকা
দৈর্ঘ্য	:	৩২.০০ কিলোমিটার
ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা	:	৫.৫০ মিটার
সেতু	:	৩টি
কালভার্ট	:	৪২টি

প্রকল্প

৭

ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

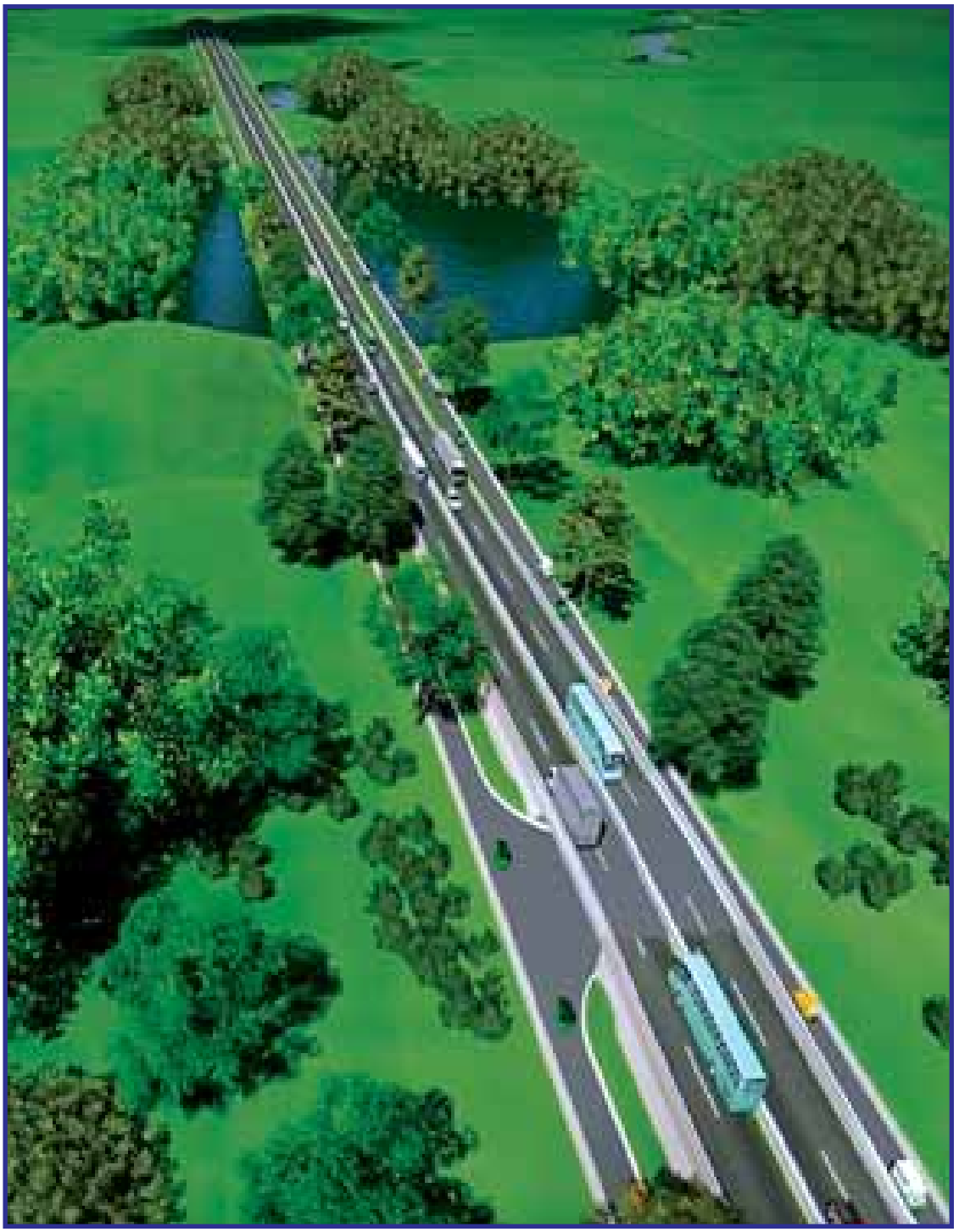

নর্থ-ইস্ট করিডোর হিসেবে ২২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ করিডোর ব্যবহার করে বাংলাদেশের তামাবিল সীমান্ত দিয়ে ভারতের ডাউকি সীমান্ত পার হয়ে শিলং-গৌহাটি দিয়ে ভুটানের সামদ্রুপ ঝংকার পর্যন্ত যাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, এটি Asian Highway-1 ও Asian Highway-2 এর অংশ। একই রুট ব্যবহার করে সিলেটের শেওলা সীমান্ত পার হয়ে ভারতের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে আসামের শিলচর পর্যন্ত যাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, এটি Bangladesh China India Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC) এর রুট।

এ করিডোর দিয়ে ভারতের Land Locked ৭টি রাজ্য সহজে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করতে পারবে। প্রকল্পটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পর্যটন শিল্পের বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ব্যয় (টাকায়) : মোট - ১৬,২৪৬.৫৯ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ১১,৮৫৩.১৬ কোটি
জিওবি - ৪,৩৯৩.৪৩ কোটি

বাস্তবায়নকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৭ - আগষ্ট ২০২২

সেতু : সংখ্যা- ৭০ (দৈর্ঘ্য- ৪,১৮২.০০ মিটার)

কালভার্ট : সংখ্যা- ৩৩৯ (দৈর্ঘ্য- ১,৫০৭.৭০ মিটার)

ফ্লাইওভার : সংখ্যা- ০৪ (দৈর্ঘ্য- ৪,৩৫৮.২৭ মিটার)
অবস্থান - ভৈরব, গোয়ালাবাজার, তাজপুর ও দয়ামীর বাজার

রেল ওভারপাস : সংখ্যা- ০৫ (দৈর্ঘ্য - ৫৬৫.৯২৫ মিটার)
অবস্থান - নরসিংদী, ভৈরব, ওলিপুর, লস্করপুর ও সিলেট

আন্ডারপাস : সংখ্যা- ১০ (দৈর্ঘ্য- ৯০.০০ মিটার)

ফুটওভার ব্রিজ : সংখ্যা- ৪৬ (দৈর্ঘ্য- ১,৬৮২.৫৪ মিটার)

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- হাইড্রলজি ও ড্রেনেজ স্টাডি সম্পন্ন
- জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সম্পন্ন
- রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন
- পেভমেন্ট ডিজাইন সম্পন্ন
- সেতু, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, রেলওয়ে ওভারপাস ও ফুট ওভারব্রীজ এর বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন
- প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত সম্পন্ন
- টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ নকশা প্রস্তুত সম্পন্ন
- পূনর্বাসন প্লান প্রস্তুত সম্পন্ন
- Environmental Impact Assessment (EIA) Study সম্পন্ন

প্রকল্প

৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ - ১ম পর্যায়

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পার্বত্য জেলাত্রয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের নিমিত্ত সীমান্ত মহাসড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে মোট ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪টি সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নাধীন আলীকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক ও থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হলে এ মহাসড়ক দু'টির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমার এর সাথে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সহজ হবে এবং এ প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়ে পার্বত্য জেলাত্রয়ের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পরিধি বিস্তৃত হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্প পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে। অবারিত পাহাড়ী সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ব্যাপক সমাগম ঘটবে। অনগ্রসর পাহাড়ী জনগোষ্ঠির জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন হবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : সীমান্ত মহাসড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ-১ম পর্যায়

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,৮৮০.৮৩ কোটি টাকা

প্রকল্পভুক্ত মহাসড়কসমূহ

ক্রম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	সেতু (মিটার)	কালভার্ট (মিটার)
			সংখ্যা	সংখ্যা
১.	উখিয়া-আশারতলি-ফুলতলি (বান্দরবান)	৪০	৩৯০	৪২
			৬	৭
২.	সাজেক-শিলদাহ-বেতলিং (রাঙ্গামাটি)	৫২	৫২০	৫৪
			৮	৯
৩.	সাজেক-দোকানঘাট-থেগামুখ (রাঙ্গামাটি)	৯৫	৮৪৫	৯৬
			১৩	১৬
৪.	থেগামুখ-থাচ্চি-দুমদুমিয়া-রাজস্থলি (রাঙ্গামাটি)	১৩০	১,১৪৫	১২০
			১৮	২১
	মোট =	**৩১৭**	**২,৯০০**	**৩১২**
			৪৫	**৫৩**

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পন্ন
- রোড ডিজাইন সম্পন্ন
- Project Appraisal Report প্রণয়ন সম্পন্ন
- সেতু ও কালভার্টের অবস্থান চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন
- Environmental Impact Assessment (EIA) Study চলমান
- Project Evaluation Committee (PEC) সভা অনুষ্ঠিত
- PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর Special Works Organisation, Chittagong কে প্রদান
- তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

প্রকল্প

৯

পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কাংশে পায়রা নদীর ওপর ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা থেকে পর্যটন নগরী কুয়াকাটা যাতায়াতের মিসিং লিংক পদ্মা সেতু ও পায়রা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার বিরল স্থান কুয়াকাটায় নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে। উল্লেখ্য, বরিশাল - পটুয়াখালী - কুয়াকাটা মহাসড়কে যাতায়াত নিরবচ্ছিন্ন করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে কীর্তনখোলা নদীর ওপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, আন্ধারমানিক নদীর ওপর শহীদ শেখ কামাল সেতু, সোনাতলা নদীর ওপর শহীদ শেখ জামাল সেতু এবং খাপড়াভাঙ্গা নদীর ওপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সেতুটি পায়রা বন্দরের পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কুয়াকাটায় দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগমও বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখ সেতুটির নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ১,২৭৮.৮২ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ৮৯৪.৩২ কোটি জিওবি - ৩৮৪.৫০ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	এপ্রিল ২০১২ - জুন ২০২১
দৈর্ঘ্য	:	১,৪৭০ মিটার
প্রশস্ততা	:	১৯.৭৬ মিটার (৪-লেন)
সেতুর ধরণ	:	Extradosed Cable Stayed
ফাউন্ডেশন ধরণ	:	Cast-in-Situ Bored Pile
নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স	:	ভার্টিকেল - ১৮.৩০ মিটার হরাইজন্টাল - ২০০ মিটার (সর্বোচ্চ)
এপ্রোচ সড়ক	:	৬০০ মিটার
রক্ষাপ্রদ কাজ	:	১,৪৭৫ মিটার
ভূমি অধিগ্রহণ	:	২১.৯৫ একর

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- হাইড্রলোজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সম্পন্ন
- ফেরীঘাট স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন
- সাইট ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন
- বিকল্প সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- টেস্ট পাইলিং সম্পন্ন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন
- রক্ষাপ্রদ কাজের ফিজিক্যাল মডেলিং সম্পন্ন
- মূল সেতুর ডিজাইন রিভিউ সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
- রিসেটেলমেন্ট কাজ চলমান
- ভায়াডাক্টের নির্মাণ কাজ চলমান
- মূল সেতুর পুনঃ টেস্ট পাইলিং চলমান
- সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১১%

প্রকল্প

১০

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর - এয়ারপোর্ট (বাংলাদেশে প্রথম)

গাজীপুর ও ঢাকার মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার (এট গ্রেড ১৬ কিলোমিটার ও এলিভেটেড ৪.৫০ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও ২৫টি স্টেশন বিশিষ্ট এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। মহাসড়কের মধ্যবর্তী স্থানে সংরক্ষিত লেনে ২ থেকে ৫ মিনিট পর পর অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিকুলেটেড বাস চলাচল করবে। স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার ও বাস আগমনের আগাম তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে স্টেশনে র‍্যাম্প থাকবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে গাজীপুর ও ঢাকা মহানগরীর মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব প্রথম বাসভিত্তিক আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা, যা প্রতিঘন্টায় উভয়দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। এতে ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। এটি যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি: গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাস্তবায়নকাল	:	ডিসেম্বর ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৮
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ২,০৩৯.৮৫ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ১,৬০৫.২৬ কোটি জিওবি - ৪৩৪.৫৮ কোটি
টার্মিনাল	:	২টি (গাজীপুর ও এয়ারপোর্ট)
বাস ডিপো	:	১টি (গাজীপুর)
ফ্লাইওভার	:	৬টি
সেতু	:	১টি (১০ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু)
সংযোগ সড়ক	:	১১৩টি (৫৬ কিলোমিটার উন্নয়ন)
ফুটপাত	:	২০.৫০ কিলোমিটার করে উভয়পাশে

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী গঠন
- সকল সার্ভে কাজ ও ডিজাইন সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ চলমান
- ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ডিপো নির্মাণ কাজ চলমান। অগ্রগতি ৩৫%
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১৬ কিলোমিটার বিআরটি করিডোর ও ৬টি ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান
- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে টঙ্গী সেতুসহ ৪.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড বিআরটি করিডোর নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১১৩ টি সংযোগ সড়ক উন্নয়ন ও ৮টি কাঁচাবাজার নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান

প্রকল্প

১১

ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ (বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল)

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে দ্রুত, নিরাপদ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উত্তরা ৩য় পর্যায় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত উভয়দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণে সক্ষম এলিভেটেড Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

মেট্রোরেল সিস্টেমে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্মার্টকার্ডভিত্তিক ই-টিকেটিং, স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রেন আগমনের আগাম তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। মেট্রোরেল ব্যবস্থায় শব্দ দূষণ ও কম্পন নিয়ন্ত্রণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। দু'টি ট্রেনের মধ্যে সময়ের গড় ব্যবধান ৫ মিনিট।

প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও বিশেষ উদ্যোগে উত্তরা ৩য় পর্যায় থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সনের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ২০২০ সনের মধ্যে বাস্তবায়নের সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : মোট - ২১,৯৮৫.০৭ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি
জিওবি - ৫,৩৯০.৪৮ কোটি

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - জুন ২০২৪

দৈর্ঘ্য : ২০.১০ কিলোমিটার

রুট এলাইনমেন্ট : উত্তরা ৩য় পর্ব - পল্লবী - রোকেয়া সরণীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট- হোটেল সোনারগাঁও - শাহবাগ - টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক

স্টেশন : ১৬টি
উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণী, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল

যাতায়াত সময় : ৩৮ মিনিট

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী গঠন
- সকল সার্ভে কাজ ও ডিজাইন সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ চলমান
- ৮টি প্যাকেজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজের কাজ চলমান
- ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%
- ডিপো এলাকায় পূর্ত কাজ চলমান
- উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান
- আগারগাঁও থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান
- Electrical and Mechanical System এর দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন
- Rolling Stock ও Depot Equipment for Rolling Stock এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন।

প্রকল্প

১২

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ অংশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পর্যায়ক্রমে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটিস শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ১৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে এশিয়ান হাইওয়ে ২ ও ৪১ এবং সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকনমিক কো-অপারেশন (সাসেক) করিডোর ৪ ও ৯ এর অংশ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কের উভয় পাশে এক স্তর নীচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে।

মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত হলে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সারা দেশের ও বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল, ভুটান এবং এ সকল দেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সীমানা পেরিয়ে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প:
জয়দেবপুর - চন্দ্রা - টাঙ্গাইল - এলেঙ্গা
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : মোট - ৩,৩৬৪.৭৫ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ১,৮৪৩.৬৮ কোটি
জিওবি - ১,৫২১.০৬ কোটি

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৩ - মার্চ ২০১৮

দৈর্ঘ্য : ৭০ কিলোমিটার

ভূমি অধিগ্রহণ : ৮৭.৫৩ একর

সেতু : সংখ্যা - ২৬ (দৈর্ঘ্য - ১,৯২৪.৭০ মিটার)

কালভার্ট : সংখ্যা - ৬০ (দৈর্ঘ্য - ৩৯২.৫০ মিটার)

ফ্লাইওভার : সংখ্যা - ৩ (দৈর্ঘ্য - ২,৩১৪.০০ মিটার)
অবস্থান - কোনাবাড়ি, চন্দ্রা ও ঘারিন্দা

রেল ওভারপাস : সংখ্যা - ২ (দৈর্ঘ্য - ৭৮৫.৩৭ মিটার)
অবস্থান - লতিফপুর ও সোহাগপুর

ফুটওভার ব্রিজ : সংখ্যা - ১২

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন
- গাছ অপসারণ সম্পন্ন
- ১১,২৭৬ জনের রিসেটেলমেন্ট চলমান
- সকল প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান
- ২টি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলমান
- ২টি রেল ওভারপাসের নির্মাণ কাজ চলমান
- ২৪টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান
- ৪৫টি কালভার্ট সম্প্রসারণের কাজ চলমান
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান
- বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.৫০%
- আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.০০%

প্রকল্প

১৩

৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ

কাঁচপুর সেতু

মেঘনা সেতু

গোমতি সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে অভ্যন্তরিণ ও আন্তর্দেশীয় ক্রমবর্ধমান পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচলের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে একই মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ২য় কাঁচপুর সেতু, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর ওপর ২য় মেঘনা সেতু ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতি নদীর ওপর ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ ও বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু পুনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন নির্মিত সেতুত্রয় ৪-লেন বিশিষ্ট হবে। নতুন সেতু নির্মাণের পর কাঁচপুর সেতু ৮-লেনে এবং মেঘনা ও গোমতী সেতু ৬-লেনে উন্নীত হবে।

বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে নতুন ৩টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে বিদ্যমান ৩টি সেতুর পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন

প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : মোট - ৮,৪৮৬.৯৪ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ৬,৪২৯.২৯ কোটি
জিওবি - ২,০৫৭.৬৫ কোটি

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৩ - অক্টোবর ২০২১

সেতুর দৈর্ঘ্য : ২য় কাঁচপুর সেতু - ৩৯৭ মিটার
২য় মেঘনা সেতু - ৯৩০ মিটার
২য় গোমতি সেতু - ১,৪১০ মিটার

এ্যাপ্রোচের দৈর্ঘ্য : ২য় কাঁচপুর সেতু - ৭০৪ মিটার
২য় মেঘনা সেতু - ৮৭০ মিটার
২য় গোমতি সেতু - ১,০১০ মিটার

ফ্লাইওভার : ১টি (কাঁচপুর প্রান্ত)

ইন্টারসেকশন : ২টি (কাঁচপুর ও ঢাকা প্রান্ত)

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ডিজাইন সম্পন্ন
- নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত
- ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন
- রিসেটেলমেন্ট সম্পন্ন
- নিরাপত্তার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন
- মোবিলাইজেশন সম্পন্ন
- জেটি নির্মাণ সম্পন্ন
- নতুন সেতুর পাইলিং কাজ চলমান
- বিদ্যমান সেতুর ভিত্তি পুনর্বাসন চলমান
- সেতুর এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান
- বিদেশে সুপারস্ট্রাকচার ফেব্রিকেশন চলমান
- প্রকল্পের কোর অফিস নির্মাণ কাজ চলমান
- সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ২৫%

প্রকল্প

১৪

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২১টি জেলার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কে অবস্থিত ৬০টি সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ ও নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনে ১টি নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডব্লিউবিবিআইপি) বাস্তবায়নাধীন আছে।

যে সকল জেলায় সেতুসমূহ নির্মাণ করা হবে তার বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

জেলার নাম	সেতুর সংখ্যা	জেলার নাম	সেতুর সংখ্যা
বগুড়া	৩	রংপুর	৪
জয়পুরহাট	২	গাইবান্ধা	২
দিনাজপুর	৬	পঞ্চগড়	২
সিরাজগঞ্জ	৮	নাটোর	১
পাবনা	৪	নওগাঁ	১
রাজশাহী	২	বাগেরহাট	২
যশোর	১	ঝিনাইদহ	২
কুষ্টিয়া	৩	নড়াইল	১
বরিশাল	৭	পিরোজপুর	১
ঝালকাঠি	১	ফরিদপুর	৬
মাদারীপুর	১	নরসিংদী	১

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়) : মোট - ২,৯১১.৭৫ কোটি
প্রকল্প সহায়তা - ১,৯০৫.১৯ কোটি
জিওবি - ১,০০৬.৫৬ কোটি

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৫ - জুন ২০২০

ভূমি অধিগ্রহণ : ৮২.০৩ একর

সেতুর সংখ্যা : ৬১টি (মোট দৈর্ঘ্য - ৪,৭১৫ মিটার)

সেতুর প্রশস্ততা : জাতীয় মহাসড়ক - ১০.৪০ মিটার
আঞ্চলিক মহাসড়ক - ১০.৪০ মিটার
জেলা মহাসড়ক - ৯.৮০ মিটার

ধীরগতি যানবাহন
সড়কের প্রশস্ততা : ৪.৩০ মিটার

সেতুর ধরণ : ওয়েদারিং স্টীল গার্ডার
প্রি-স্ট্রেস্ড কনক্রিট

এ্যাপ্রোচের দৈর্ঘ্য : ৪২ কিলোমিটার

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন
- হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সম্পন্ন
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
- সেতুর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- রিসেটেলমেন্ট সার্ভে সম্পন্ন
- ক্ষতিগ্রস্ত তালিকা ও আইডি কার্ড প্রস্তুত সম্পন্ন
- নির্মাণ কাজের প্রি-কোয়ালিফিকেশন সম্পন্ন
- ৬টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত সম্পন্ন
- ৩টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন
- ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর চলমান
- ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
- সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ১০%

প্রকল্প

১৫

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে Cross Border Road Network Improvement Project (Bangladesh) বাস্তবায়নাধীন আছে। সেতু ও কালভার্টসমূহের অবস্থান হল:

- ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক ৫টি
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪টি
- রামগড়-বারৈয়ারহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক ১৫টি

নির্মিতব্য ১৭টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট ও ৯টি সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। ৪-লেন বিশিষ্ট সকল সেতুর উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে।

এ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপিত ও কালনা সেতু নির্মিত হলে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	Cross Border Road Network Improvement Project (Bangladesh)
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ২,৪৮৬.১২ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ১,৮৫১.৭৮ কোটি জিওবি - ৬৩৪.৩৪ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	মে ২০১৬ - জুন ২০২২
সেতু	:	সংখ্যা - ১৭ (দৈর্ঘ্য- ১,৯৯৫ মিটার)
কালভার্ট	:	সংখ্যা - ৭ (দৈর্ঘ্য- ১১২ মিটার)
এপ্রোচ সড়ক	:	মোট দৈর্ঘ্য - ১০.৫০ কিলোমিটার
কালনা সেতু	:	দৈর্ঘ্য - ৬৯০ মিটার ধরণ - Nielsen Lohse Arch Bridge
টোলপ্লাজা	:	সংখ্যা - ১ অবস্থান - গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া
এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন	:	সংখ্যা - ২ অবস্থান - বেনাপোল ও রামগড়

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ডিজাইন ও কন্সট্রাকশন সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন সম্পন্ন
- টপোগ্রাফিক সার্ভে চলমান
- ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে চলমান
- এনজিও নিয়োগ সম্পন্ন
- রিসেটেলমেন্ট কার্যক্রম চলমান
- ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
- কালনা সেতুর নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- কালনা সেতু নির্মাণের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
- অন্যান্য সেতুর নকশা প্রণয়ন চলমান
- অন্যান্য সেতুর টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত চলমান
- বাস্তব অগ্রগতি ২.৬১%

প্রকল্প

১৬

ঢাকা - পদ্মা সেতু - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

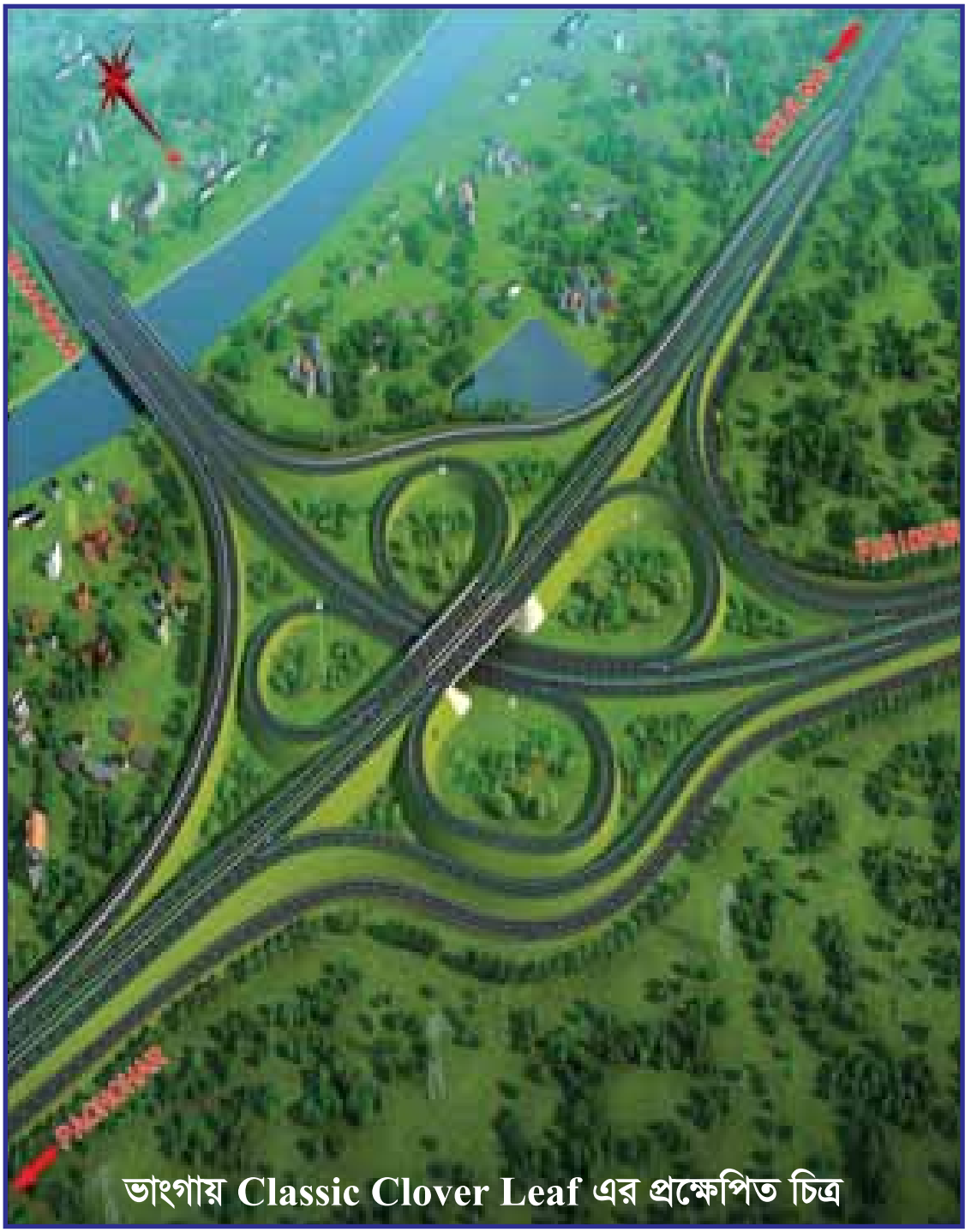

ভাংগায় Classic Clover Leaf এর প্রক্ষেপিত চিত্র

পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে যাতায়াত নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুততর করার নিমিত্ত যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর থেকে ভাংগা পর্যন্ত ৫৪.২৩ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে ৫.৫০ মিটার পৃথক সার্ভিস লেন ও মাঝ বরাবর ৫.০০ মিটার প্রশস্ত মিডিয়ানসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মিডিয়ানে ভবিষ্যতে মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম Expressway। এক্সপ্রেসওয়েতে পূর্বের ৩টি বড় সেতুর (ধলেশ্বরী-১, ধলেশ্বরী-২ ও হাজী শরীয়তউল্লাহ) পাশে আরো ১টি করে নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে।

এ এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকা মহানগরী বাইপাস করে যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন হয়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী ও সহজ হবে। উল্লেখ্য, এ মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে - ১ এর অংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ এক্সপ্রেসওয়েটির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : ঢাকা - মাওয়া এবং পাঁচ্চর - ভাংগা মহাসড়ক উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

বাস্তবায়নকারী : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
SWO-West, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬,৮৫২.২৯ কোটি টাকা

বাস্তবায়নকাল : মে ২০১৬ - এপ্রিল ২০১৯

সেতু : সংখ্যা - ২৯ (দৈর্ঘ্য- ২,৯৭৪.৬৫ মিটার)

কালভার্ট : সংখ্যা - ৫৮ (দৈর্ঘ্য- ৮৫৯.৫৫ মিটার)

ফ্লাইওভার : সংখ্যা - ৫ (দৈর্ঘ্য- ৩,৯২৭.০০ মিটার)
অবস্থান - লিংক রোড, আব্দুল্লাহপুর, শ্রীনগর, পুলিয়া বাজার ও সুদারপুর

রেল ওভারপাস : সংখ্যা - ৪ (দৈর্ঘ্য- ৩,২৪৪.০০ মিটার)
অবস্থান - জুরাইন, কুচিয়ামোড়া, শ্রীনগর ও আতাদি

আন্ডারপাস : ২১টি

ইন্টারচেঞ্জ : ২টি (তেঘরিয়া ও ভাংগা)

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- জিওমেট্রিক এলাইনমেন্ট ডিজাইন সম্পন্ন
- জিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সম্পন্ন
- এক্সপ্রেসওয়ের নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- সেতুর নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- মহাসড়কের ক্রস সেকশন সার্ভে সম্পন্ন
- গাছ অপসারণ সম্পন্ন
- স্থাপনাসমূহের টেস্ট পাইলিং সম্পন্ন
- স্থাপনাসমূহের সার্ভিস পাইলিং কাজ চলমান
- ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান
- রিসেটেলমেন্ট চলমান
- ইউটিলিটি স্থানান্তর চলমান
- বাঁধ নির্মাণের কাজ চলমান
- বাস্তব অগ্রগতি ৪০%

প্রকল্প

১৭

এলেঙ্গা - হাটিকমরুল - রংপুর জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

এক স্তর নীচু দিয়ে সার্ভিস লেন

হাটিকামরুল ইন্টারচেঞ্জ

বাংলাদেশের নর্থ-ওয়েস্ট করিডোর দিয়ে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নীচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় এলেঙ্গা-হাটিকমরুল-রংপুর মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নীচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ করিডোরটি একই মানদন্ডে উন্নয়ন করে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধার্থে বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নর্থ-ওয়েস্ট করিডোরের ঢাকা-বাংলাবান্ধা অংশ এশিয়ান হাইওয়ে-২ ও সাসেক করিডোর-৯ এবং ঢাকা-বুড়িমারী অংশ সাসেক করিডোর-৪ এর অন্তর্ভুক্ত।

একই প্রকল্পের আওতায় সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং রোড অপারেশন ইউনিট (এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ১১,৮৯৯.০১ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ৯,৩৫৪.৯৬ কোটি জিওবি - ২,৫৪৪.০৪ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	সেপ্টেম্বর ২০১৬ - আগস্ট ২০২১
দৈর্ঘ্য	:	১৯০.৪০ কিলোমিটার
সেতু	:	সংখ্যা- ২৬ (দৈর্ঘ্য- ১,৪৬১.৩৯ মিটার)
কালভার্ট	:	সংখ্যা- ১৬১ (দৈর্ঘ্য- ১,১০২.০০ মিটার)
ফ্লাইওভার	:	সংখ্যা- ০৩ (দৈর্ঘ্য- ২,৬৩৫.০০ মিটার) অবস্থান - এলেঙ্গা, কড্ডা ও গোবিন্দগঞ্জ
রেল ওভারপাস	:	সংখ্যা- ০১ (দৈর্ঘ্য - ৪১১.০০ মিটার) অবস্থান - বগুড়া বাইপাস ১
ফুটওভার ব্রিজ	:	সংখ্যা- ১১ (দৈর্ঘ্য- ৩৯৭.০০ মিটার)
আন্ডারপাস	:	সংখ্যা- ৩৯ (দৈর্ঘ্য- ১৯৫.০০ মিটার)
ইন্টারচেঞ্জ	:	সংখ্যা- ০১ (অবস্থান- হাটিকমরুল)

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- পৃথক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে-
  - সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন
  - হাইড্রোলজি ও ড্রেনেজ স্টাডি সম্পন্ন
  - বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
  - রিসেটেলমেন্ট সার্ভে সম্পন্ন
- এনজিও নিয়োগ সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
- পূনর্বাসন কাজ চলমান
- ইউটিলিটি স্থানান্তর চলমান
- গাছ অপসারণ প্রক্রিয়াধীন
- নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
- পূর্ত কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত সম্পন্ন
- ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন

প্রকল্প

১৮

আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ১২৬টি মহাসড়ক সমন্বয়ে গঠিত। আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬.৯৭ কিলোমিটার, যা সমগ্র মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ১৯.৯৪ শতাংশ। আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ জাতীয় মহাসড়ক থেকে জেলা সদরকে অথবা প্রধান নদীবন্দর ও স্থলবন্দরকে সংযুক্ত করেছে। সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ১,১৯৩.৫০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি করে মোট ১০টি পৃথক আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহকে ন্যূনতম ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হবে। একইসাথে ৭৮০.৯৭ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৯.১০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৭টি সেতু (১২৯৫.৯৫ মিটার), ১৩৪টি কালভার্ট (৬৯২.৯০ মিটার), ১৮টি বাস-বে, ও ৯টি ইন্টারসেকশন নির্মাণ/উন্নয়ন করা হবে।

আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

প্রকল্প সংখ্যা : ১০টি

বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট ৫,৪১৬.৯৩ কোটি টাকা

জোনভিত্তিক যে সকল মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে

জোনের নাম	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)
ঢাকা	৭	১৩৪.২০
সিলেট	৬	১৪৮.৭৬
বরিশাল	৬	১৩০.১২
ময়মনসিংহ	৫	১৫১.৫২
কুমিল্লা	৪	১৬৮.৬৩
খুলনা	৪	১২৬.৭৯
রংপুর	৪	১০৫.২০
রাজশাহী	২	৭৪.০০
গোপালগঞ্জ	২	৫১.৬৯
চট্টগ্রাম	২	৪৮.৫৯
মোট:	৪২	১,১৩৯.৫০

সড়ক বিভাগ ভিত্তিক আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন বিবরণ

জোনের নাম	সড়ক বিভাগের নাম
ঢাকা	গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ
বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ
কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর
খুলনা	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া
রংপুর	বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও
রাজশাহী	রাজশাহী ও নওগাঁ
গোপালগঞ্জ	রাজবাড়ী
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ও দোহাজারী

সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও গাছ অপসারণ চলমান। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্প

১৯

আশুগঞ্জ - সরাইল - ধরখার - আখাউড়া মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ নদীবন্দর হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক একস্তর নীচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পটি নিম্নোক্ত ৪টি মহাসড়ক সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে:

ক্রম	মহাসড়কাংশের নাম	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)
১।	আশুগঞ্জ নদীবন্দর - আশুগঞ্জ ইন্টারসেকশন	০০.৬৫
২।	আশুগঞ্জ ইন্টারসেকশন - সরাইল ইন্টারসেকশন	১১.৫৬
৩।	সরাইল ইন্টারসেকশন - ধরখার	২৭.০৫
৪।	ধরখার - আখাউড়া - সেনারবাটি	১১.৩২
	মোট	**৫০.৫৮**

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	আশুগঞ্জ নদীবন্দর - সরাইল - ধরখার - আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ
প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)	:	মোট - ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি প্রকল্প সহায়তা - ২,২৫৫.৭৭ কোটি জিওবি - ১,৩১২.০৮ কোটি
বাস্তবায়নকাল	:	এপ্রিল ২০১৭ - জুন ২০২০
ভূমি অধিগ্রহণ	:	২৬৫.৫৭ একর
দৈর্ঘ্য	:	৫০.৫৮ কিলোমিটার
সেতু	:	সংখ্যা - ১৬ (দৈর্ঘ্য- ১,২৬৮.০০ মিটার)
কালভার্ট	:	সংখ্যা - ৩৬ (দৈর্ঘ্য- ২২৬.৮০ মিটার)
রেল ওভারপাস	:	সংখ্যা - ০২ (দৈর্ঘ্য - ২,৪১৭.০৭ মিটার) অবস্থান - পুনি আউট ও গঙ্গা সাগর
ফুটওভার ব্রিজ	:	সংখ্যা - ১০ (দৈর্ঘ্য- ৩৬৫.৭৬ মিটার)
আন্ডারপাস	:	সংখ্যা - ৩ (দৈর্ঘ্য- ৩৭.০০ মিটার) অবস্থান - ধরখার, সুলতানপুর ও নয়নপুর
ওয়ে ব্রীজ	:	সংখ্যা - ০১ (অবস্থান- সুলতানপুর)

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে-
    - সম্ভাব্যতা যাচাই
    - হাইড্রোলজি ও ড্রেনেজ স্টাডি
    - বিস্তারিত নকশা
    - ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট সার্ভে
- ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
- রিসেটেলমেন্ট কাজ প্রক্রিয়াধীন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন
- গাছ অপসারণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
- নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
- পূর্ত কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন

মহাসড়ক পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মহাসড়ক পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মহাসড়ক পরিদর্শন

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক জয়দেবপুর-চন্দ্রা-এলেঙ্গা মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে
গুনগতমান সম্পন্ন মহাসড়ক নির্মাণ
আমাদের অঙ্গীকার

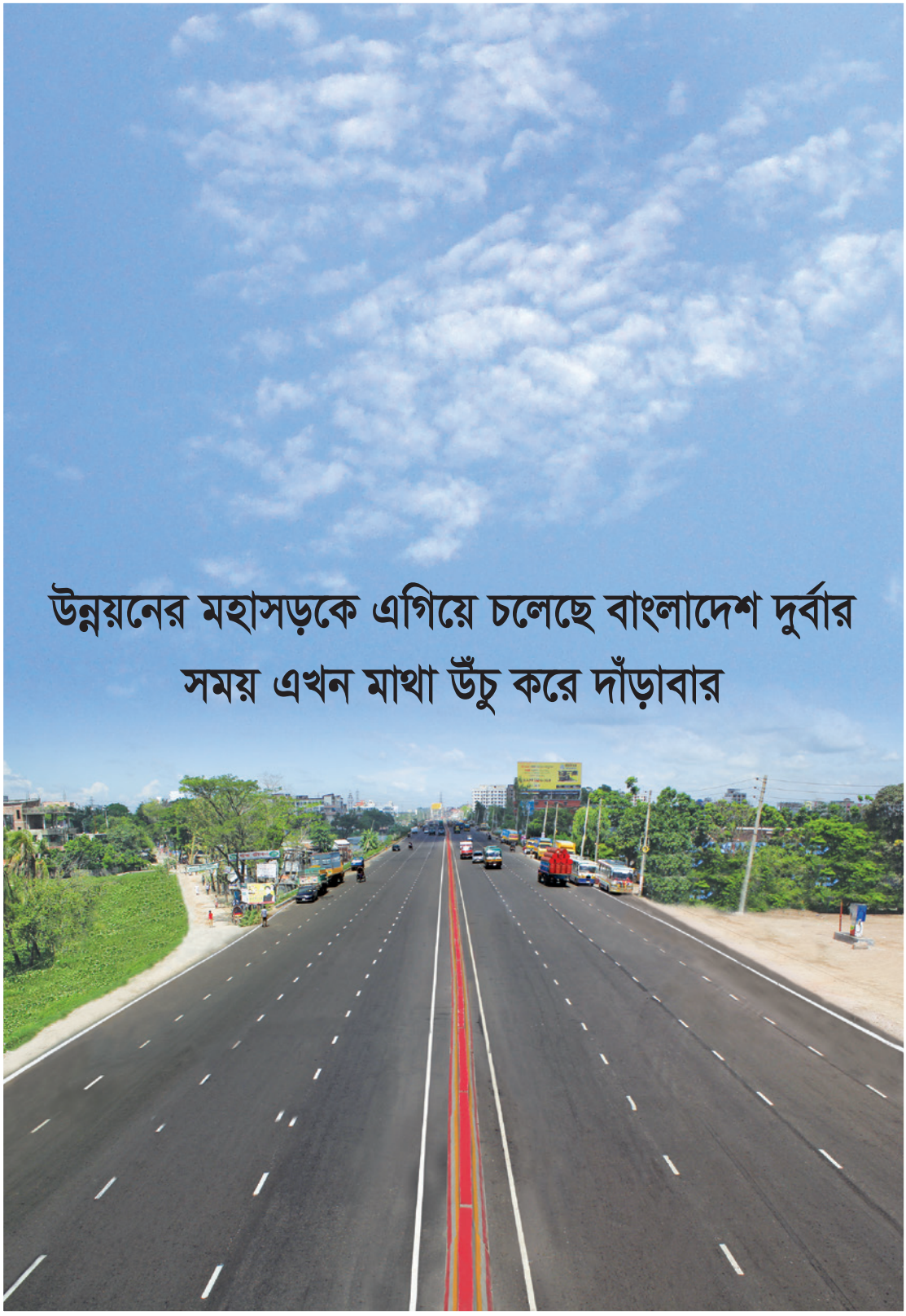

উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ দুর্বার
সময় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার